সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
সিলেট

মহান একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২৫ উপলক্ষে
মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর
প্রফেসর ড. মোঃ আলিমুল ইসলাম কর্তৃক প্রদত্ত

বাণী

মহান একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস অমর হোক

মাতৃভাষা মানুষের প্রাণের ভাষা। লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে এ মহান ভাষা আন্দোলনের চেতনাকে ঘিরে। মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইকে কেন্দ্র করে আমাদের জাতিস্বত্তার পুনর্জাগরণ ঘটেছিল ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি। পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশই একমাত্র দেশ যে দেশের মানুষ তাদের মাতৃভাষার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছে। মূলতঃ দেশপ্রেমের উপর ভিত্তি করে ভাষা আন্দোলনের সূচনা হয়। মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠার জন্য বুকের তাজা রক্তে রাজপথ রঞ্জিত করে স্বাধিকার সংগ্রামের অগ্নিমশাল জ্বালাতে হয়েছে ভাষা শহিদ সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, সফিউরসহ নাম না জানা আরো অনেককে।

বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৯৫২ এর ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু করে হালের জুলাই, ২০২৪ এ মূখ্য ভূমিকায় ছিলো এদেশের ছাত্র-জনতা। শিক্ষার্থীদের মধ্যে কেউ হয়তো স্কুলপড়ুয়া, কেউ কলেজের শিক্ষার্থী, কেউ ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়গামী। যুগে যুগে প্রেক্ষাপট বদলেছে, ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন থেকে ৬ দফা আন্দোলন কিংবা ৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থান থেকে মহান মুক্তিযুদ্ধ, ১৯৮০ থেকে ৪৪ বছর পেরিয়ে ২০২৪ এ ছাত্র-ছাত্রীরা ছিলো একদম সম্মুখভাগে। একমূহুর্ত না ভেবে জীবন দিয়েছে হাজারো শিক্ষার্থী, কেউ কেউ সারাজীবনের জন্য পঙ্গুত্ব বরণ করেছে। ইতিহাস স্বাক্ষী ছাত্র-ছাত্রীদের এই আত্মত্যাগ সবসময়ই আমাদের রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে এবং মৌলিক পরিবর্তনে যুগ যুগ ধরে প্রেরণা যুগিয়েছে।

১৯৪৭ সালে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ভাগ হয়েছিল তার আগেই আসলে শুরু হয়েছিল ভাষা নিয়ে বিতর্ক। তারপর ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান সফরে এসে রেসকোর্স ময়দানে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ এক সমাবেশে স্পষ্ট ঘোষণা করেছিলেন যে "উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা"। এ আন্দোলনে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর অগ্নি স্ফুলিঙ্গের জন্ম হয় যখন বায়ান্নর ২৬ জানুয়ারি পাকিস্তানের অ্যাসেম্বলিতে উর্দুকেই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়। পূর্ব-বঙ্গের অধিবাসী হওয়া সত্ত্বেও ১৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারি ঢাকায় সফরে এসে খাজা নাজিমুদ্দিন পল্টনে এক সমাবেশে জিন্নাহ'র কথারই পুনরাবৃত্তি করেন। খাজা নাজিমুদ্দিনের বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করে পরদিন থেকে পূর্ব-পাকিস্তানে শুরু হয় স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘট ও বিক্ষোভ মিছিল। যাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। তাদের সাথে ভাসানীর নেতৃত্বে আন্দোলনে অংশ নেন পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক, সংস্কৃতিকর্মী এবং পেশাজীবী সম্প্রদায়ের মানুষজন। আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় একুশে ফেব্রুয়ারি সাধারণ ধর্মঘট ঘোষণা করা হয়েছিল। ধর্মঘট প্রতিহত করতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও তার আশপাশের এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছিলো। যা লঙ্ঘন করেই জন্ম হয়েছিল শহিদ দিবসের। আন্দোলনেই পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল যে ২০০০ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত দুটি ভূখন্ডের দুটি ভিন্ন ভাষার জাতিসত্ত্বাকে মিলিয়ে সৃষ্টি করা রাষ্ট্রের অধিবাসীদের মনে এক হওয়ার অনুভূতি সম্ভবত জাগ্রত হবে না। মাতৃভাষা নিয়ে এই আন্দোলনেই বীজ বপন হয়েছিল পৃথিবীর বুকে বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের।

একটি জাতির শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির মূল বাহন ভাষা। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে ও প্রযুক্তি বিকাশে ইংরেজি শিক্ষা জরুরী হলেও শুদ্ধভাবে মাতৃভাষা শিক্ষা ও চর্চা করা অত্যন্ত প্রয়োজন। স্বাধীনতার তিপ্পান্ন বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও মাতৃভাষা বাংলা আজও সর্বস্তরে প্রচলন হয়নি। রাজনীতি ও অর্থনীতিতে দুর্বৃত্তায়নের ফলে জনগণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জিত হয়নি। সহনশীল গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতি চর্চার অনুপস্থিতিতে ভাষা ও স্বাধীনতা আন্দোলনের সকল অর্জন আজ অনেকাংশে ভুলুণ্ঠিত। একুশের চেতনাই পারে সকল অন্যায়, অত্যাচার, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, অগণতান্ত্রিক পন্থায় রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল ও অপশাসনকে চিরতরে নির্মূল করে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ে তুলতে। শহিদদের আত্মত্যাগকে স্মরণ করতে আমরা আজকের এই দিনটি পালন করি। এই দিনটি আমাদের সবাইকে মনে করিয়ে দেয় যে, মাতৃভাষা আমাদের অংহকার। আমাদের মাতৃভাষা বাংলাকে সমৃদ্ধ ও উন্নত করার জন্য আমাদের সকলের কাজ করা উচিত। আসুন, আমরা একুশের চেতনা ও শিক্ষাকে ধারণ করে সকল পর্যায়ে বাংলা ভাষা চর্চাকে বেগবান করি এবং ভাষা শহিদদের স্বপ্ন বাস্তবায়নে ব্রতি হই।

আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
প্রশাসনিক ভবন
সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।

(প্রফেসর ড. মোঃ আলিমুল ইসলাম)
ভাইস-চ্যান্সেলর

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত এবং জনসংযোগ ও প্রকাশনা দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত।